পোড়োবাড়ি

কমলেশ পাল

এখানে ছিল ফুলবাগান, ছিল বাংলোবাড়ি
দাঁড়িয়ে ছিল লাল - শাড়িতে ছলাচ্ছল নারী
হুলুস্থুল নিজেকে নিজে বলেছিলাম : দাঁড়া
থামাও ছিল উপায়হীন, ছিল ছোটার তাড়া

আমি তখন ভীষণ হূন, তখন চেঙ্গিজ
রক্তে ডাল মেলাচ্ছিল আত্মনাশী বীজ
অশ্ব থেকে সচিৎকার বলেছিলাম : রানি!
রাত্রি হোক, মৃত্যু হোক, ফিরে আসব আমি

শেষ প্রহরে অশ্বহারা ফিরেছি কঙ্কাল
ছলাচ্ছল! ছলাচ্ছল! আমি টালমাটাল
অনেকখানি তৃষ্ণা-বুকে করেছি মরু পার
তোমাকে চাই, এক চুমুক তোমাকে দরকার

ছড়ানো খড়, শুকনো পাতা, বাতাস হিমশ্বাস
বাগান নেই, উঠানখানি ঢেকেছে বেনাঘাস
কোথায় গেল তুমুল সেই নদীর মতো, নারী?
নিরুত্তর বসিয়া রই উদাস পোড়োবাড়ি

নিতে চাও, অনন্ত বিছাও

হাত পেতে দাঁড়িয়ে কেন?
এত ছোট করপুট! কী করে বিরাট নেবে তুমি?
কবির নিকট থেকে যদি কিছু নিতে চাও
অনন্ত বিছাও।

কবি তো সম্রাট।
যমুনা জাহ্নবী তার, সরস্বতী তার
ভূমি তার, তুমি তার, সসাগরা পৃথিবী তাহার
সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র-খচিত শূন্য, শূন্যেরও ওপার
অপার যা কিছু সব দিয়ে যাবে বলে
মুঠো খুলে পাণ্ডুলিপি
উড়িয়ে দিয়েছে...
রাজদণ্ড কবির কলম দ্যাখো ভেসে যাচ্ছে আকাশগঙ্গায়।

প্রয়াগে শ্রীহর্ষ কবি আজ।
কবির শিরোপা কবি খুলে দিয়ে যাবে
অঙ্গবস্ত্র খুলে দিয়ে যাবে
শরীরকে দেবে বলে অগ্নি জ্বেলে দিয়েছে শ্মশানে।

নিতে চাও, অনন্ত বিছাও।

প্রত্নতত্ত্ব জানতে গিয়ে

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রত্নতত্ত্ব জানতে গিয়ে পাই ভিন্ন রত্নের সন্ধান...
সামনে দাঁড়ায় এসে অনেক গল্পের নদী সোনাঝরা দিন
হেসে ওঠে শিল্পকলা নগর সভ্যতা
নির্ভুল জরিপ শুরু হতে থাকে
কুমারীর গর্ভে হাত রেখে ছিঁড়ে নিই আলো।

ফুলের ফসলে কোন্ রং লাগে? স্বভাব পালটায়
শস্য মুখ দেখতে থাকি
অনুবাদ করে নিই সে মুখের ভাষা
এবং ছড়িয়ে দিই মাটি জলে শাখা-প্রশাখায়।

প্রত্নতত্ত্ব জানতে গিয়ে পাই ভিন্ন রত্নের সন্ধান...

মুগ্ধ দৃষ্টি লুব্ধ মন রক্তের ভিতর নিম্নচাপ
যুবতীর স্তন ছুঁয়ে মাঠ পুরুষ মহুয়ার গন্ধ লুট করে
আগুনে আগুনে পুড়ে জমে থাকা পাপ!